R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০২ সাল। ১২ই জুলাই, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

আবার নিয়মিত প্রচুর চাল, গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আবার রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন চোরাচালান ঘাট দিয়ে প্রচুর চাল চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসারেরা তিন মাস আগে চাল পাচার বন্ধ করতে সক্রিয় হয়ে ধরপাকড় শুরু করার ফলে কাজ হয়েছিল এবং পাচার বন্ধ ছিল। আবার পুরোদমে চাল চলে যাচ্ছে। জনসাধারণের অভিযোগ, রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে পুলিশ বস্তাপিছু টাকা আদায় করে। বিভিন্ন জায়গায় পাচারকারীদের মাসোহারা করা আছে। এখনও রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কয়েকটি চোরাচালান ঘাট চালু আছে। সেখান দিয়ে দিনের আলোয় প্রচুর চাল চলে যাচ্ছে—যাকে বলে খোলা চালান। খেজুরতলা এবং বোলতলা পাচার ঘাট দুটি জেলা পুলিশ সুপার এবং মহকুমা পুলিশ অফিসারের কড়া শাসনে প্রায় আটমাস থেকে চোরাচালান বন্ধ থাকলেও বর্তমানে নিয়মিত তা হচ্ছে। মিঠিপুর প্রাইমারী স্কুলে একটি পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও তাদের চোখের সামনে প্রচুর চাল চলে যাচ্ছে রিক্সা-ভ্যানে করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পাচারকারীদের সঙ্গে ক্যাম্পের পুলিশদের মাসোহারা ঠিক আছে। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, হবি সেখ নামে পাইকারপাড়ার একজন চাল পাচারকারী প্রতিদিন ৪০/৫০ বস্তা চাল পাচার করে। তার নাকি ফাঁড়ি ও পুলিশ ক্যাম্পে বন্দোবস্ত আছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

খুব তাড়াতাড়ি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ শুরু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় শীঘ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ শুরু হচ্ছে। খবরে প্রকাশ মামলা সংক্রান্ত যে সব প্রতিবন্ধকতা ছিল তা মিটে গেছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত ১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। তারপর মামলা সংক্রান্ত ঝামেলায় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় একবছর পর তার জট খুলতে চলেছে। এবারে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে মেধা কিংবা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে হবে বলে জানা গেছে। জানা গেছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬%, জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগ ১৫ নম্বর, দ্বিতীয় বিভাগ ১০ নম্বর, তৃতীয় বিভাগ ৫ নম্বর ধার্য হয়েছে। এছাড়া এক্সট্রা সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য ১ নম্বর দেওয়া হয়েছে। আর ইন্টারভিউ এর জন্য ১০ নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উপরোক্ত নম্বরের ক্ষেত্রে যে সব প্রার্থী এগিয়ে থাকবেন তাঁদেরই নাম প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এই প্যানেলটি কতখানি বৈধ হবে সে ব্যাপারে সাধারণের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

বাস টার্মিনাসের জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ পনর বিঘা জমি দিলেন

ফরাক্কা ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ একটি বাস টার্মিনাস করার জন্য নিউ ফরাক্কায় পনর বিঘা জমি হস্তান্তর করলেন। বাস টার্মিনাস, যাত্রীনিবাস ছাড়াও কর্মীদের আবাসন গৃহ নির্মিত হবে এখানে। স্থানীয় জনগণের ইচ্ছা এই টার্মিনাসে শুধু স্টেট বাস নয়, বেসরকারী বাসগুলিরও থাকা বা ছাড়ার ব্যবস্থা করলে সাধারণ মানুষের খুব উপকার হয় এবং পঃ বঃ পরিবহন মন্ত্রক এই ব্যবস্থা করবেন বলে জনগণ আশা করেন।

সেকেন্দ্রা গ্রামে আরসেনিক

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয়ভূষণ সিংহ রায় জানান, সেকেন্দ্রার ২২টি টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করার জন্য কলকাতায় ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষালব্ধ ফল, ২১টিতেই প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নলকূপের জলও পরীক্ষার জন্য (শেষ পৃঃ)

ব্যাপক গঙ্গা ভাঙ্গন শুরু

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের দিয়ারা পাটকেলডাঙ্গা ও বালাগাছি অঞ্চলে ব্যাপক গঙ্গা ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। কয়েকশো বিঘা জমিসহ প্রায় ৩০০ পরিবারের ভিটেমাটি ভাঙ্গনের কবলে। পরিবারগুলিকে সর্বস্ব খুইয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। এখুনি দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সমগ্র অঞ্চলের ৬/৭শো মানুষ গৃহহারা হয়ে যাবেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগকে বারবার জানিয়েও কোন কাজ হয়নি বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

হাসপাতালে এ্যানাসথেসিষ্ট সংক্রান্ত সমস্যা মিটলো

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে দু'জন ডাক্তার পি এন সাহা এবং দেবাশীষ সাহা কোন রকমে এ্যানাসথেসিষ্টের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এতে হাসপাতালে অপারেশনের ব্যাপারে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতো। এমতাবস্থায় গত বছর আগষ্ট মাসে ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য এ্যানাসথেসিষ্ট হিসাবে এই হাসপাতালে নিয়োগপত্র পেলেও তিনি সুপারের অনুমতিসাপেক্ষে (শেঃ পৃঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
বার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০২ সাল

।। আত্মসমীক্ষার জন্য ।।

কলিকাতা ও বিধাননগর পুরসভার ভোটযুদ্ধ সমাপ্ত। ফলাফলও ঘোষিত হইয়াছে। ভোটের অব্যবহিত পরে কলিকাতা পুরসভার ভোট গণনা রাত্রিতেই (আপত্তি সত্ত্বেও) চলে। ১৪১টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট দল ৭০, কংগ্রেস-ই দল ৬৬, বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ৩ এবং বিজেপি দল ২টি আসন লাভ করিয়াছে। বামফ্রন্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে সত্য; তবে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ও বিজেপি দল কংগ্রেস-ই শিবিরে যোগ দিলে পুরবোর্ড অন্যভাবে গঠিত হইবে। আমাদের এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত কিছু জানা যায় নাই। বিধাননগর পুরসভা নির্বাচনে ২২টি আসনের মধ্যে সিপিএম ১৩ এবং কংগ্রেস-ই দল ৯টি আসন লাভ করিয়াছে। ১টি আসনের নির্বাচন স্থগিত আছে।

সংবাদে জানা যায় যে, কলিকাতা পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-ই দল ৬৬টি আসন লাভ করিয়া পুলকে ডগমগ হইয়াছে। ইহাতে আনন্দিত না হইয়া বরং রাজ্যের কংগ্রেস-ই নেতৃবৃন্দের আত্মসমীক্ষার সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ কলিকাতার পুরবাসীদের তথা রাজ্যবাসীদের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া হইয়াছে।

নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে কংগ্রেসী নেতারা যে ঠাণ্ডা লড়াই চালাইয়াছিলেন, তাহা সকলেরই জানা। মূলতঃ কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে—এই আদর্শ নির্বাচনের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় কংগ্রেসী নেতারা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে 'প্রেসটিজ ইস্যু' প্রবল হইয়া উঠে। যাহা হউক মাত্র কয়েকটি দিন নেতারা ইহা যে বিস্মৃত হইয়া কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হন, ইহাই সুখের বিষয়। কংগ্রেস-ই দল যে ৬৬টি আসন লাভ করিয়াছে, তাহা আরও বেশী হইত বলিয়া মনে করা সমীচীন। আর ইহা লাভ করিতে প্রয়োজন ছিল 'প্রেসটিজ ইস্যু'-কে দূরে রাখিয়া দলের জন্য সব বিভেদ, সব মতান্তর ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করার। তথাকথিত ক্যাডার-মস্তান আমদানীর বিষয়ে দুই প্রবল শক্তি যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও এক পক্ষের বাড়তি সুবিধা ছিল এই যে, প্রশাসন ও পুলিশ নিজেদের হাতে ছিল। অন্য পক্ষের সে সুবিধা ছিল না। কিন্তু অভাব ছিল আন্তরিক ঐক্যবদ্ধতার। এই অভাব না থাকিলে কলিকাতা পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-ই দল আরও উজ্জ্বল সাফল্য লাভ করিতে পারিত। এই জন্যই পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই দলের নেতৃবৃন্দের আজ আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। ভোটের ফলাফলে তাঁহারা অভিভূত হইলেও রাজ্যবাসী কিন্তু সেই মনোভাবকে তারিফ করিতে নারাজ। মতান্তর, মনান্তর ইত্যাদি লইয়া আগামী বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনে এই দল অবতীর্ণ হইলে ভরাডুবি হইতে বাধ্য। রাজ্যবাসী এই দলকে সংশোধনের সুযোগ দিলেন। শীঘ্রই কলিকাতা পুরসভার পুরবোর্ড গঠিত হইবে। কোন্ দল তাহা অধিকার করিবে তাহা এখনই বলা যাইতেছে না। তবে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ও বিজেপি-র জয়ী সদস্যদের গুরুত্ব বাড়িয়া গেল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে দলই বোর্ড গঠন করুক না কেন, কলিকাতার রাস্তার বেহাল অবস্থা, স্তূপীকৃত জঞ্জাল-আবর্জনায় পূতি-গন্ধময় পরিবেশ, উপযুক্ত পরিমাণে পানীয় জলসরবরাহ ইত্যাদির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ কলিকাতাবাসীরাও যেহেতু উপযুক্ত ট্যাক্স প্রদান করেন, তাই তাঁহারা নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের হকদার।

বেল পুজোর হিড়িক

বিশেষ প্রতিনিধি: জ্যোতিবাবুর 'ভিখিরি' নয়, ভিখারিণীতে দেশ ছেয়ে গেল। তবে নিজের বালবাচ্চা পোষার জন্য এই ভিখারিণীরা পথে নামেননি। নেমেছেন বেলের জন্য। ঢল নেমেছে বেলপুজোর। কোটিপতি বাঙালী, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর 'গৃহলক্ষ্মী', ১০/১৫ হাজারী সরকারী অফিসারের 'শিক্ষিতা' 'মিসেস'রাও বেলের দায়ে পথে নেমেছেন—বাজারের থলে হাতে ভিক্ষায়। নইলে তাদের বিশ্বাস, 'হাতে হাতে ফল সুদে-আসলে পেতে হবে।' ঘরে সাপ উঠতে পারে, রান্না মুরগী মুখে দিতে গিয়ে 'কোঁক্ কোঁক্' ডাকতে পারে। ছেলে মারা যেতে পারে—পারে আরও অনেক অনেক কিছু। অতএব গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে কচি কাচা ছেলে কোলে নিয়ে, প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে, পেটে শুকিয়ে মায়েরা সব দোরে দোরে ঘুরছেন গ্রামে গ্রামান্তরে। শ'য়ে শ'য়ে মালদায় উৎপন্ন এই সাম্প্রতিক দেবতা দক্ষিণাভিমুখী। সমগ্র ফরাক্কার হিন্দুপল্লীগুলোর প্রতিটিতে দু'টো তিনটে করে পুজো সংগঠিত হচ্ছে মহাসমারোহে। মজার কথা এই, বাম-ডান সব দলেরই, যাঁরা বিজ্ঞান জাঠার আগ্রহী উদ্যোক্তা, বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে অগ্রবর্তী, বিজ্ঞান মঞ্চের সংগঠক, তাঁদের অনেকেই 'জন' বা 'গণ' সংযোগের এই বিরাট সুযোগ হাত ছাড়া করতে গররাজী। স্বয়ং দাঁড়িয়ে পুজো পরিচালনা, তিন থেকে সাত-আট কুইন্ট্যাল চালের খিচুড়ী রাঁধা ও দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন প্রবল উৎসাহে—'ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি' মানসিকতা নিয়ে। বেলপুজো নাম—কিন্তু পুরুতদের মন্ত্র আবিষ্কার দরকার নেই, কারণ পুজো হচ্ছে লক্ষ্মী-নারায়ণের। মারাত্মক এই আবেগ ঠেকাতে সমাজ-সংগঠন, প্রশাসন প্রগতিবাদী দলগুলো নীরব কেন—বোঝা যায় না।

পঃ বঙ্গ কংগ্রেসের বোধোদয় না শুধুই প্রচার

রাজনৈতিক সংবাদদাতা: গত ৩০ জুন আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদে দেখা গেল মালদার ইংলিশবাজার পুরসভায় বিজেপির সঙ্গে একযোগে বোর্ড গঠন করার চেষ্টার অভিযোগে পঃ বঙ্গের কংগ্রেসের হাই কম্যাণ্ড সোমেন মিত্র ১০ জন কংগ্রেস কমিশনারকে দল থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দিয়েছেন। ঘটনা কতটা সত্য, আর কতটা প্রচার তা এই প্রতিবেদকের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এই প্রতিবেদক লক্ষ্য করেছেন সাম্প্রতিক ধুলিয়ান পুরসভার নির্বাচনে রীতিমত কংগ্রেস, বিজেপির আঁতাত। এমন কি রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির জরুর অঞ্চলের নাইতের উপনির্বাচনে দেখা যায় এ আই সি সির সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাবের নেতৃত্বে এবং রঘুঃ ১ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সূর্য্যনারায়ণ ঘোষালের মদতে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জনৈক নির্দল প্রার্থীকে সমর্থনের ঘটনা। স্থানীয় ভোটারদের অধিকাংশই মহঃ সোহরাবের ছাত্র। তিনি তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিজেপি সমর্থিত ঐ নির্দল প্রার্থীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে বলেন। ইংলিশ-বাজারের প্রেক্ষিতে যদি মনে করা যায় কংগ্রেসের বোধোদয় হয়েছে এবং তাঁরা আর কোন প্রকারেই বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী নন্। এবং সে কারণে ১০ জন জয়ী কমিশনারকেও বহিষ্কারে দ্বিধা করছেন না। তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক নেতৃত্ব রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের এই সব স্থানীয় নেতৃত্বের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করছেন কেন?

ফাঁকা ঘর বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় ৩ শতক জায়গার উপর প্রধান রাস্তার ধারে যে কোন ব্যবসার উপযুক্ত ফাঁকা ঘর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন—

শ্রীরমাপতি মণ্ডল, রঘুনাথগঞ্জ

সুভাষপল্লী (ষ্টেট ব্যাঙ্কের নিকট)

ফরাক্কায় রাজ্য সরকার আবাসন পরিকল্পনা নিলেন

ফরাক্কা : এখানে পঃ বঙ্গ সরকার আবাসন নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে জানা যায়। সম্প্রতি রাজ্য আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব ফরাক্কায় বিভিন্ন অঞ্চল দেখে যান। গত ২৭-২৮ জুন রাজ্য আবাসন বোর্ডের অফিসারেরা ফরাক্কা ব্যারেজ অথারিটির সঙ্গে আলোচনা করেন ও স্থান নির্বাচন জন্য কয়েকটি জায়গা দেখেন। ফরাক্কা ব্যারেজ অথারিটি রাজ্য আবাসন দপ্তরকে সব বিষয়ে সাহায্য করতে ও আবাসন নির্মাণে সর্বতোভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

মহকুমা শাসকের কাছে চাঁই সমাজের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ জুন পঃ বঃ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির পক্ষে রাজ্য সম্পাদক ভরত মণ্ডলের নেতৃত্বে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এক মিছিল করে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকপত্র জমা দেওয়া হয়। তাঁদের দাবীগুলির মধ্যে ছিল চাঁইদের তপশীলী জাতির স্বীকৃতি দান। ফরাক্কা থানার টিনটিনা গ্রামে চাঁইদের উপর অত্যাচার বন্ধ করা প্রভৃতি।

রবিমঞ্চের বর্ষাবরণ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩ জুলাই জঙ্গিপুর পৌরভবনে পৌরপতির সভাপতিত্বে স্থানীয় রবিমঞ্চ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিল্পীরা বর্ষা বিষয়ক রবীন্দ্র সংগীত এবং বিভিন্ন কবির কবিতা পাঠ করেন। শেষে এক কোরাস সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দুটি পিস্তল ও তাজা বোমাসহ ধৃত এক

সাগরদীঘি : গত ২৪ জুন ভোরে এই থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মনিগ্রামের সন্তোষকুমার সাহার বাড়ীতে খড়ের গাদা থেকে ২টি রিভলভার ও একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। সন্দেহক্রমে পুলিশ গৃহস্বামীকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়।

বাবু জগজীবনের মৃত্যু দিবস পালন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৬ জুলাই ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধান মন্ত্রী প্রয়াত বাবু জগজীবন রামের মৃত্যু দিবস পালন করেন স্থানীয় ডিপ্রেস্‌ড্‌ ক্লাসেস লীগের সদস্যবৃন্দ তাঁদের অফিস প্রাঙ্গণে। বাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন লীগের সভাপতি নরেন দাস, অমল হালদার, বিজয় মুখার্জী, অমর দাস ও পৌর কাউন্সিলার বীণাপাণি দাস। বক্তারা বাবুজীর জীবনবেদের মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহিলাদের স্বনির্ভরতার আলোচনা চক্র

রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেস্‌ড্‌ ক্লাসেস লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম কলকাতার সহযোগিতায় গত ২৪ জুন স্থানীয় বন্ধু সমিতির ঘরে ৪৫ জন মহিলার উপস্থিতিতে স্বনির্ভরতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে রীণা সরকার ও অর্চনা রায়, লীগের সম্পাদক অশোক দাস, সহসম্পাদক অমল হালদার, মহিলা শাখার পক্ষে ফাল্গুনী সান্যাল, লায়ন্স ক্লাবের শঙ্খ চ্যাটার্জী, অরূপ মুখার্জী প্রমুখ যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় আগামী আগষ্টে মহিলা স্বনির্ভরতার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

অবিভাগীয় ডাক কর্মীদের জন্য এক সদস্যের বেতন কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা : অবিভাগীয় ডাককর্মীদের বেতনক্রম ভাতা, পি-এফ অন্যান্য চাকরীকালীন সুযোগ সুবিধা, অবসরকালীন সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, নিয়োগ পদ্ধতি, ন্যূনতম যোগ্যতা, আচরণবিধি ও শাস্তি দানের পদ্ধতি প্রভৃতি বিশদভাবে ঠিক করার জন্য এক সদস্যের এক বেতন কমিশন বসিয়েছেন ভারত সরকার তাঁদের প্রস্তাব নং ৬-৫৮/৯৩ পি, ই, ২ তাং ৩১-৩-১৯৯৫ এ। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চরণজিত তলোয়ার। শ্রী তলোয়ার ১০ মে ১৯৯৫ কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর কার্য্যকাল নির্দিষ্ট হয়েছে এক বছর। এর মধ্যেই তিনি সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। যে কেউ যে কোন মতামত পাঠাতে পারবেন চরণজিত তলোয়ার কমিটি, ৭ম তল, মেঘদূত ভবন, নয়াদিল্লী ১১০০০১ ঠিকানায়

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভায় হাইকোর্টের রায় মানার দাবী

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২ জুলাই মনিগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিবস স্মরণে পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এক সভার আয়োজন করেন। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। জননেতা অশোক চক্রবর্ত্তী ও প্রাক্তন বিধায়ক নৃসিংহ মণ্ডল বলেন সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট পঃ বঃ শিক্ষামন্ত্রকের জারী করা বিজ্ঞপ্তি ৩৬৭ ই, ডি, এন, পি তাং ২৭-৪-৯২ বাতিল করে অবসরকালীন বয়স ৬৫ বছর ঠিক করে যাঁরা ৬৫ বছর চাকরী করবেন তাঁদের নূতন বেতনক্রম দিতে হবে বলে রায় দিয়েছেন। তাঁরা দাবী করেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ এই রায় না মানলে শিক্ষকেরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

নয়া প্রজন্মের কাছে আবেদন

দাদাঠাকুর শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের নাম সকলেই শুনেছেন বিশেষ করে 'দাদাঠাকুর' সিনেমা প্রদর্শনীর পর বর্তমান যুগের তরুণ তরুণীদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তী। কিন্তু তাঁর রচনা শৈলীর সঙ্গে পরিচিত নন তাঁরা অনেকেই। তাঁর ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ রচনাগুলি সম্বন্ধে সে যুগের বহু মনীষী প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। প্যারোডি রচনায় তাঁর ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব। তাঁর 'রেডি উইট' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশি বলেন—'দাদাঠাকুরের মত প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও তিনি দেখেননি'। পানিং ক্ষমতা ছিল তাঁর অপূর্ব। যে কোন শব্দকে নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে শব্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে অন্য অর্থে ব্যবহার করার দক্ষতা ছিল তাঁর অসাধারণ। সাংবাদিকতাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সাপ্তাহিক ১৯১৪ থেকে আজও সমান জনপ্রিয়তা বজায় রেখে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটে তাঁরই প্রকাশিত 'বিদূষক' সাপ্তাহিকের মধ্য দিয়ে। এই বিদূষক পত্রিকাটি হাতে নিয়ে তাঁর প্রথম আবির্ভাব কলকাতার বুকে। কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকই তাঁকে এনে দেয় সর্বজন পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে বিদগ্ধ সমাজের বুকে। বিদূষকেই প্রকাশিত হয় 'বোতল পূজার পাঁচালী'। যা পরবর্ত্তীতে গ্রন্থিত হয়ে 'বোতল পুরাণ' রূপে আবির্ভূত হয় কলকাতায়। এই বিদূষকেই প্রকাশিত হয় তাঁর বিভিন্ন প্যারোডি, গীত, কবিতা, রসনির্ঝর, ছোট গল্প এবং অনবদ্য পদ্যে গদ্যে প্রকাশিত সংবাদগুচ্ছ। পদ্যে প্রকাশিত সংবাদের নাম দেন তিনি 'সন্দেশের ঝুড়ি' এবং গদ্যে প্রকাশিত সংবাদের নাম দেন 'রকমারী'। তারকেশ্বরের মোহান্তর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে একখানি গীতি নাটিকা লেখেন বিদূষকের পৃষ্ঠায়। এই অনবদ্য রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। নাটক 'শিবমাহাত্ম্য বা পাষণ্ডদলন' ছাড়া 'বোতল পূজার পাঁচালী,' 'টাকার অষ্টোত্তর শতনাম', 'ভোটামৃত' তিনটি একত্রে 'দাদাঠাকুরের ত্রয়ী' নামে এবং বিদূষকের সেরা কবিতা, গীত, প্যারোডি, ছোট গল্প ও বিজ্ঞাপন বিচিত্রা একত্রে 'সেরা বিদূষক' (১ম খণ্ড) নামে প্রকাশিত হচ্ছে। পরে বিদূষকের অন্যান্য রচনাগুলিও 'সেরা বিদূষক' নামেই কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমানে প্রকাশিত তিনটি পুস্তকের মূল্য যথাক্রমে ১৫ টাকা, ২০ টাকা, ও ৭০ টাকা ধার্য্য হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়। নগদে কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে 'Jangipur Sambad' নামে পাঠিয়ে পুস্তকগুলি ক্রয় করা যাবে। ডাকে নিতে হলে ডাক মাশুল অতিরিক্ত ১০ টাকা পাঠাতে হবে। —অনুত্তম পণ্ডিত

এস ডি পি ও দিলীপ আদক বদলী হলেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ অফিসার দিলীপকুমার আদক এখান থেকে বদলী হলেন। তিনি চুঁচুড়ার ডি এস পি (ডি এণ্ড টি) পদে যোগ দিচ্ছেন। তাঁর স্থলে এখানে দঃ ২৪ পরগণা থেকে আসছেন কল্লোল গণাই। শ্রীআদক একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার হিসাবে এখানকার মানুষের মন জয় করেছিলেন। আমরা নূতন অফিসার শ্রী গণাই এর কাছ থেকেও সেই সুদক্ষতা আশা করছি এবং তাঁর আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রচুর চাল, গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তদন্তে জানা যায়, ঐ পাচারকারী গত ৫ বছরে গরীব থেকে এখন লাখপতি। উমরপুরে দামী জায়গা কিনে বাড়ী তৈরী করেছেন। জনসাধারণের আরও বক্তব্য, প্রশাসন চাল পাচার বন্ধ না করলে এই বর্ষায় চালের দাম প্রচণ্ড বেড়ে যাবে। এখনই কিলো প্রতি ৮ টাকা। অস্বাভাবিক দাম বাড়লে গ্রামে গ্রামে ক্ষুব্ধ যুবকরা চাল লুট করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে, আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্থানীয় থানার ওসি প্রবীর রায় খুব তৎপরতায় চাল পাচার বন্ধের জন্য ধরপাকড়ের অভিযান চালিয়েছিলেন এবং পাচার রোধে সফল হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ এই অভিযানের সাফল্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রশংসায় মুখর হয়েছিল। কিন্তু এই সাময়িক সাফল্য আবার ব্যর্থ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওসি সেই অভিযান চালানোর সময়ে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, পাচার বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানেরা পাচারকারীদের সাহায্য করছে। পাচারকারীদের 'খুচরা ব্যবসায়ী' বলে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে। ফলে, কে বাজারে বসে চাল বিক্রি করে, কে পাচারকারী চিহ্নিত করতে অসুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বসবাসের দুঃখজনক অভিজ্ঞতায় গ্রামবাসীরা জানান, প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের চোরাচালান বন্ধে সদিচ্ছা নেই। কারণ স্মাগলারদের হাতে রাখতে পারলে সমাজবিরোধী এবং টাকার অভাব হবে না। পঞ্চায়েত দখল করতে সুবিধা হবে। অন্যদিকে এই চোরাচালানের ঢেউ আসছে বিহার থেকে নিয়মিত গরু এবং বীরভূমের রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, নলহাটী, লোহাপুর থেকে প্রচুর চাল নাকপুর চেকপোষ্টকে বশ করে পার হয়ে চলে আসছে। এই চালানকারীরা সাগরদীঘি থানার মনিগ্রামের ঈদগাহা রাস্তায় বালিয়া পার হয়ে কুলগাছি আসছে। সেখান থেকে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে। কাষ্টমস্, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতারা সব টাকার বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা জল, মাটি ও পথ্যের সাহায্যে, বিনা অপারেশনে, জটিল রোগ—আমাশয়, হাঁপানি, বাত, রক্তচাপ, বহুমূত্র, একজিমা ও স্ত্রীরোগ প্রভৃতি নির্মূল করার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Dr. Ujjal Kumar, D.N.T. (Cal.) Naturopath

Naturopathy Hospital

At-Brahmangram, P.O. Nayansukh
Farakka, Murshidabad (W. B.)

রেশম গবেষণা কেন্দ্রের সহায়তায় নারীবর্ষ পালন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ১নং পঞ্চায়েত সমিতির পুরোনো সভাকক্ষে বহরমপুর কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহায়তায় ১৯৯৪-৯৫ সালকে রেশম শিল্পে নারীবর্ষরূপে চিহ্নিত করে নারীবর্ষ পালন করা হয় ১১ জুলাই। সভাপতি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক এস পি ঘোষ। প্রধান অতিথি পঞ্চায়েত সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। বিশেষ অতিথিরূপে শ্রীমতী চন্দনা মাঝি এস আর ও এবং শ্রীমতী ইন্দ্রা রায় সহ অধিকর্তা কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বহরমপুরসহ অন্যান্যরা। প্রস্তাব নেওয়া হয় যে কোন বয়সের নারীদের রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের শ্রমদানের মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করা হবে।

এ্যানাসথেসিষ্ট সংক্রান্ত সমস্যা মিটলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

জি ডি এম ও-র কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইতিমধ্যে চলতি বছরের মার্চ মাসে ডাঃ ভট্টাচার্য্যর স্ত্রী ডাঃ শ্রীময়ী ভট্টাচার্য্যও বাঁকুড়ার জয়পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে জি ডি এম ও-র পদেই যোগদান করেন। কিন্তু মিসেস ভট্টাচার্য্যর এ্যানাসথেসিষ্টের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকায় তিনি সুপারের অনুরোধক্রমে ঐ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তিনিও পরের মাস থেকে ব্যক্তিগত কারণে সে কাজ থেকে অব্যাহতি চান। এ অবস্থায় পূর্বের দুই এ্যানাসথেসিষ্ট সুপারের কাছে প্রতিবাদ জানান এবং তাঁরা এ্যানাসথেসিষ্টের কাজ নিয়মমাফিক না করায় হাসপাতালে অপারেশন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দুই এ্যানাসথেসিষ্ট এ ব্যাপারে ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে সি এম ও এইচ এবং সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেন এবং মহকুমা ডক্টরস্ এসোসিয়েশনের হস্তক্ষেপ দাবী করেন। মহকুমা এসোসিয়েশন থেকে ডাঃ ভট্টাচার্য্যকে তাঁর নিয়োগপত্রজনিত ত্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়। ডাঃ ভট্টাচার্য্য তাঁর স্ত্রী এ ব্যাপারে সি এম ও এইচের শরণাপন্ন হ'লে তিনি তাঁদের দু'জনকেই কান্দী হাসপাতালে যোগদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে যেতে না চাওয়ায় পরবর্তীতে ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য্যকে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের রাজনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগদানের আদেশ দিলে তিনি সেখানে কাজে যোগ দেন এবং তাঁর স্ত্রী জঙ্গিপুর হাসপাতালে ঐ একই পদে কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি পান। উল্লেখযোগ্য, গত মাসে ডাঃ সোমা খান জঙ্গিপুর হাসপাতালে উপযুক্ত যোগ্যতা নিয়ে এ্যানাসথেসিষ্ট হিসাবে যোগ দিয়েছেন। এর ফলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে বলে ডক্টরস্ এ্যাসোসিয়েশন মনে করছেন।

সেকেন্দ্রা গ্রামে আর্সেনিক (১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠানো হচ্ছে। পাশের গ্রাম মিঠিপুরেও নলকূপের জলে আর্সেনিক আছে বলে গ্রামবাসীরা আশঙ্কা করছেন। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধান ফরমেজ আলি জানান, কয়েকটি নলকূপের জল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ আমবাগান কলোনীতে ৩ কাঠা জায়গার উপর একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী

আমবাগান কলোনী (অমরজ্যোতি ক্লাবের পাশের রাস্তায়)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।